49

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 19 FEB 1994
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাঁদা আদায় প্রসঙ্গে

কিশোরগঞ্জ জেলার পৌর এলাকাধীন প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের ভর্তি, উত্তীর্ণ শ্রেণীতে ভর্তি ও বই-এর জন্য প্রতিবছরই উন্নয়ন ফীস খাতে বাধ্যতামূলক চাঁদা আদায় করা হইতেছে। যেহেতু সরকারী নির্দেশ অনুসারে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে বিনা বেতনে লেখাপড়ার সুযোগ ও ভর্তি করানো এবং বই পাইবার ব্যবস্থা সকলের অজানা নয় সেহেতু প্রতিবছরই বহু দরিদ্র অভিভাবক উক্ত খাতে বাধ্যতামূলক টাকা আদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নিয়া বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার শরণাপন্ন হইতেছেন। প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ—বিদ্যালয়ের কমিটি দ্বারা এই চাঁদা ধার্য করা হইয়াছে বলিয়া অবহিত করিয়া বিদায়দেন। যাহার ফলে ভর্তির বেলায় অভিভাবকদের সাথে বিদ্যালয় প্রধানদের মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

এছাড়াও, সরকারী কোন নির্দেশ না থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি পরীক্ষার জন্য এক-এক বিদ্যালয়ে কমিটির খেয়ালখুশিমত মোটা অঙ্কের বাধ্যতামূলক পরীক্ষার ফীসও আদায় করা হইতেছে—যাহা দরিদ্র অভিভাবকদের শিশুদের পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তুতিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে। একই পরিবারে একাধিক শিশু ছাত্র থাকিলে তাঁহার সন্তানদের পরীক্ষার ফীস দেওয়ার অপারগতায় সন্তানদের পরীক্ষা দেওয়া হইতে বঞ্চিত রাখিতে বাধ্য হন। এক পর্যায়ে এই শিশু ছাত্র-ছাত্রী পড়ালেখা শিখিতে বিদ্যালয়ে আর আসে না, যাহা অত্যন্ত দুঃখজনক। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শিক্ষার জন্য অর্থ বা চাঁদা বাধ্যতামূলক না থাকিলে সরকারের উচিত এই ব্যাপারে একটি 'প্রচার ব্যবস্থা' চালু করা। তাহা না হইলে আজকের কিশোরগঞ্জ জেলা সদরের পৌর এলাকাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কমিটিগুলির কর্মকাণ্ড দেশের সর্বত্র বিস্তার লাভ করিবে। এমতাবস্থায় চাঁদা আদায় বন্ধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—সৈয়দ মোঃ জাবীহউল্লাহ (শাহী), হযরতনগর (৩নং ওয়ার্ড), কিশোরগঞ্জ।